R-6

আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা শ্রমিক

একটি সমীক্ষা

সরকারি, বেসরকারি ও ঠিকাদারী
শ্রমিকদের প্রাপ্ত
সুযোগ সুবিধার তুলনামূলক বিচার

অধিকার

অর্গানাইজেশন ফর লেবার
রিসার্চ এণ্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার

ORGANISATION FOR LABOUR RESEARCH AND SOCIAL WELFARE

করার জন্য স্টিম ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু করে।

কয়লার চাহিদা বেড়েছে, উৎপাদনও বাড়ছে বিট্রিশ পুজিপতিরা বেশী বেশী মুনাফার লোভে কয়লা শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে, দেশীয় জমিদারও অংশীদার হচ্ছে, জমি লিজ দিচ্ছেন প্রচুর টাকা লাভও করছে। কিন্তু এই উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি সম্ভব করেছে যে কয়লা শ্রমিকরা তারা কোন অবস্থায় ছিল?

ভয়াবহ দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে গরীব আদিবাসী মানুষদের আশপাশের প্রদেশ থেকে ধরে আনা হতো। অশিক্ষিত বলবান মানুষগুলো অন্ধকার ইঁদুর গর্তে কয়লা কাটতে নামতো। সামান্য পড়ালেখা জানা মুন্সি/ঠিকাদার এদের দিয়ে অতিরিক্ত রেজিং করিয়ে মালিকের প্রিয় পাত্র হতো। শ্রমিক মেয়েদের ঠেলে দিত সাত সমুদ্র পার হয়ে আসা মুনাফা পিপাসু সাহেবদের কামনার কাছে। কোন শ্রমিক পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে চাবুকের ঘায়ে বশ মানাবার চেষ্টা হত, বেশী বেয়াদপি করলে মেরে ফেলে দেওয়া হতো। অথচ মজুরী ছিল অতি সামান্য। খনি নিরাপত্তার কোন প্রশ্নই ছিল না।

কিন্তু অত্যাচারই শেষ কথা নয়। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু শ্রমিক অসন্তোষ তৈরী হয়। প্রতিবাদ গড়ে উঠে। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও পরিবর্তন হতে থাকে। ভারতে কয়লাখনির নামে যে কসাইবৃত্তি চলে তা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে বিতর্ক তৈরী হয়। ফলে ১৯০১ সালে মাইন্স অ্যাক্ট ও ১৯০৪ সালে মাইন্স রেগুলেসন অ্যাক্ট বলবৎ করা হয়। এরপর বাংলা বিহারের কয়লা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের বেতন, ভাতা, কাজের সময় সীমা ইত্যাদির অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৯৪৭ সালে দেশপান্ডে রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরী হয় বোর্ড অফ কনসিলিয়েশন। মালিকরা বোর্ডের নীতি নিয়ম কিছুই মানতেন না। তৈরী হয় মজুমদার ট্রাইবুনাল।

এছাড়া রয়েছে ধারাবাহিক কয়লা শ্রমিকদের আন্দোলন। এর মধ্যে ১৯৫৬ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। লাগাতার এক মাসের এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ কেটে দেওয়া হয়েছিল। অনেকের চাকরি চলে গেল। অনেকের নামে মামলা ঝুললো ইত্যাদি।

অবশেষে কোল মাইন্স ন্যাশনালাইজেশন আইন, ১৯৭৩ অনুসারে কয়লা শিল্প জাতীয়করণ করা হলো।

সমস্ত কয়লাখনি গুলিকে জাতীয়করণ করে হয় তৈরী হয় কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড। তারই সাবসিডিয়ারি (সহায়ক শাখা) ইষ্টার্ন কোলিফিল্ড লিমিটেড (ই.সি.এল) তৈরী হয় আসানসোল রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাখনি গুলোকে নিয়ে। জাতীয় করণের পর উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে শ্রমিকরে মজুরীও বাড়ে। চাকরী স্থায়ী হয়। তৈরী হয় সেন্ট্রাল কোল ওয়েজ বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত ন্যাশনাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্ট (NCWA), যার দ্বারা শ্রমিকদের বেতনক্রম চাকরির নিরাপত্তা ও শর্ত আইনত সুরক্ষিত হয়। পরবর্তিতে '৯০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে কয়লা শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পাশাপাশি আবার বেসরকারী উদ্যোগ শুরু হয়।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ব কয়লাখনি ই.সি.এল এর পাশাপাশি কয়লা শিল্পে অন্যান্য উদ্যোগ ঃ

১। '৯০ এর দশকের পর থেকে বিভিন্ন বেসরকারী ও ঠিকাদার সংস্থা কয়লা উৎপাদনে অংশ নিতে শুরু করে। ভারত সরকার 'তারা (পূর্ব)' ও 'তারা (পশ্চিম)' কয়লা ব্লক দুটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ণ নিগমকে দিয়ে দেয় ক্যাপটিভ খনি হিসাবে। ক্যাপটিভ খনি হওয়ার কারণে এখান থেকে উৎপাদিত সমস্ত কয়লা শুধুমাত্র বিদ্যুৎ পর্ষদ ও বিদ্যুৎ উন্নয়ণ নিগমই ব্যবহার করতে পারবে। ১৯৯৬ সালে এই দুটি সংস্থার মিলিত ২৫ শতাংশ শেয়ার ও ইষ্টার্ন মিনারেল এন্ড ট্রেডিং এজেন্সি (এমটা)-র ৭৫ শতাংশ শেয়ারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে যৌথ উদ্যোগের কোম্পানী বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিমিটেড। এর কয়লা উৎপাদন ও পরিবহনের (বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত) পুরো দায়িত্ব পায় এমটা কোম্পানী।

২। এর পরের ধাপে ২০০২ সালে শুরু হয় ভারতের প্রথম বেসরকারী কয়লাখনি সরিষাতলি খোলামুখ কয়লা খনি প্রকল্প। ক্যাপটিভ খনি হিসাবে এটা দেওয়া হয়েছে গোয়েঙ্কাদের ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে (CESC)। এদের সাবসিডিয়ারি কোম্পানী হিসাবে ইনটিগ্রেটেড কোল মাইনস্ লিমিটেড (ICML) এই সমগ্র প্রকল্পের পরিচালক / মালিক / উদ্যোক্তা। আসানসোলের একটি ঠিকাদার সংস্থা জি.এস. অ্যাটওয়াল এন্ড কোং কে এই খনি থেকে কয়লা তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩। এরপর ২০০৩ সালের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয় ই সি এল এর আউট সোর্সিং হয়ে যাওয়া কয়লা সমৃদ্ধ প্যাচ থেকে ঠিকাদার দিয়ে কয়লা তোলা।

৪। সম্প্রতি কয়লা শিল্পে গতি আনতে নেমে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। সরিষাতলির জমি অধিগ্রহণের পর সরকার কয়লা সমৃদ্ধ সাতটি ব্লককে বেসরকারী সংস্থাকে লিজ দেবার জন্য চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ই.সি.এল এর দুটি লিজ জমি। সারা দেশে আরও ২৯টা ব্লককে কোল ইন্ডিয়া রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে কয়লাখনি খোলার জন্য। যার একটি পড়েছে দার্জিলিং জেলার সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে। এখানে উল্লেখ্য, চারটি মাত্র ক্যাপটিভ মাইন আর তিনটি নন্-ক্যাপটিভ।

কয়লা উত্তোলনে বেসরকারী উদ্যোগ ও ঠিকাদারী প্রথার অনুপ্রেবেশের প্রভাব ঃ

ই সি এল এর পাশাপাশি আধাসরকারী, বেসরকারী উদ্যোগ ও ঠিকাদাররা কয়লা উত্তোলনে উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য দুটি পদক্ষেপ নিয়েছে। **প্রথমত ঃ** উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ যান্ত্রিকীকরণের দ্বারা কর্মী সংকোচন। **দ্বিতীয়ত ঃ** বর্তমানে প্রচুর সংখ্যায় কর্মহীন ও অন্যান্য কর্মচ্যুত মানুষকে বাধ্য করা যে কোন শর্তে কাজ নিযুক্ত হতে। অনন্যোপায় ক্ষুধা ও দারিদ্র পীড়িত মানুষ রাজীও হচ্ছে ওদের শর্তে। চাকরী খোয়ানোর ভীতি ও ছাঁটাই হওয়ার লাগাতার হুমকীর কাছে এক প্রকার নতিস্বীকার করছে কর্মী ও শ্রমিকরা। এভাবেই যে কোন শর্তে কাজ পাবার

আশায় বেড়ে চলেছে কয়লা শিল্পে অসংগঠিত শ্রমিক সংখ্যা। পাশাপাশি সংগঠিত ক্ষেত্র ই সি এল এ শ্রমিক সংখ্যা ১৯৭৫-৭৬ এর ১ লক্ষ ৮৫ হাজার থেকে কমতে কমতে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৮ হাজারে।

তাই আসানসোল - রাণীগঞ্জ অঞ্চলে ঠিকাদার ও বেসরকারী উদ্যোগের আগ্রাসন বিপুল সংখ্যক শ্রমিক শ্রেণীকে ঠিক কোন অবস্থার দিকে নিয়ে চলেছে সেটা সংগঠিত ক্ষেত্র ই সি এল এর শ্রমিকদের সাথে অন্যান্য উদ্যোগের অসংগঠিত শ্রমিকদের অবস্থার তুলনামূলক বিচারের আলোয় স্পষ্ট বুঝতে সাহায্য করবে।

ই সি এল এর সংগঠিত শ্রমিক

বর্তমানে ই সি এল এর ১ লক্ষ ৮ হাজার শ্রমিক বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত এবং NCWA এর বিধি দ্বারা এখনো সুরক্ষিত। তাদের রয়েছে নির্দিষ্ট (সরকারী) বেতন কাঠামো, ছুটি, চিকিৎসার সুবিধা।

বেসরকারী ও ঠিকাদারী কয়লাখনির অসংগঠিত শ্রমিক ঃ

বেঙ্গল এমটা, আই সি এম এল এবং ই সি এল এর আউটসোর্সিং করা কয়লাখনির শ্রমিকরা পড়ে এই বিভাগের মধ্যে। এরা প্রায় সকলেই নিযুক্ত ঠিকাদার ও উপ ঠিকাদারদের অধীনে। * প্রতিদিনই কাজ পাবার নিশ্চয়তা নেই অধিকাংশের। দেখা গেছে বহু শ্রমিকই সারা বছর এমন কি সারা মাস টানা কাজ পায় না। কাজের চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিক সংখ্যা বাড়ে কমে। ঠিকাদাররা নিজেদের অন্য কাজের অঞ্চল থেকে দরকার মত লোক নিয়ে আসে। বলা যায় শভেল, ভোজার, ডাম্পার সহ অপারেটর ও সহকারী নিয়ে আসে। আবার কাজ কম থাকলে, যেমন বর্ষাকালে এদের বসিয়ে দেয় এবং কিছু ক্ষেত্রে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়।

এদের বেশীর ভাগই বাইরে থেকে আসা অস্থায়ী শ্রমিক। শুধুমাত্র সরিষাতলি প্রকল্পের জন্য জমি হারানো ৬৮ জনের চাকরী স্থায়ী। আই সি এম এল এর সাথে চুক্তি অনুযায়ী এই স্থায়ীত্ব বজায় থাকবে ততদিনই, যতদিন সরিষাতলি প্রকল্প চালু থাকবে। বেঙ্গল এমটা, আই. সি. এম. এল ও ই. সি. এলের আউটসোর্সিং হওয়া প্যাচ — তিনটি ক্ষেত্রেই বহিরাগত শ্রমিকরা থাকে খনির পাশে ক্যাম্পে। এই ক্যাম্প গুলো অবস্থিত ডাম্পার চলাচলের আওয়াজ, কয়লার ধুলোয় তৈরি হওয়া সবুজের চিহ্নহীন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। অন্যদিকে চলে কর্তৃপক্ষের মধ্যযুগীয় শাসন। তাদের অনুমতি ছাড়া বাইরের কারো সাথে কথা বলা তো নিষেধই এমনকি বাইরে বেরোনও নিষেধ।

** কন্ট্রাক্ট লেবার (রেগুলেশন এ্যান্ড অ্যাবোলিশান অ্যাক্ট, ১৯৭০ এর সেকশান ১০ এর নোটিফিকেশান অনুসারে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঠিকা শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো নিষিদ্ধ।*

১. কয়লা উত্তোলন, ২. কয়লা লোডিং ও আনলোডিং ৩. ওভার বার্ডেন সরান ৪. স্লারি সরানো।

এই অসংগঠিত শ্রমিকদের কোন সরকারী ও বেসরকারী তথ্য ভান্ডার তৈরী হয়নি। প্রত্যেক কোলিয়ারীর শ্রমিক সংখ্যার হিসাব ও নির্দিষ্টভাবে নথীবদ্ধ করা নেই। **কয়লা উৎপাদন ও পরিবহনের কাজে সরাসরি যুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে সমীক্ষা করে প্রাপ্ত তথ্যের** ভিত্তিতে ই.সি.এল ও অন্যান্য বেসরকারী ও ঠিকাদারী উদ্যোগের শ্রমিকদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার তুলনা করা হল নিচের সারণী গুলিতে। ২০০৪ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে সমীক্ষার কাজ হয়ছে।

ই.সি.এল এর শ্রমিকরা তাদের কাজের ধরণ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অনুযায়ী কোল ওয়েজ বোর্ডের দ্বারা নির্দিষ্ট বেতন পায়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এই রকম কোনো বেতন কাঠামো নেই।

সমস্ত কয়লা শ্রমিকদের ন্যাশানাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্টের আওতায় আনার জন্য ২০০৪ সালের কয়লা শিল্পের যৌথ দ্বিপাক্ষিক কমিটির (Joint Bipartite Committee for Coal Industry - JBCCI) মিটিংএ বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিমিটেডও এ আই সি. এম এল কে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তারা উপস্থিত ছিল না, ফলে এই শ্রমিকদের কাজের ধরণ ও কার্যকরী দক্ষতার ভিত্তিতে কোন সুনির্দিষ্ট বেতনক্রম তৈরি হয়নি। এই প্রতিবেদনে তুলনামুলক আলোচনার প্রয়োজনে ন্যাশানাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্টের বিভাগ অনুসারে অসংগঠিত শ্রমিকদের পাঁচটি বিভাগে (Categories) ভাগ করা হয়েছে। সরেজমিন সমীক্ষা থেকে পাওয়া কাজের ধরণ ও ভারী মাটি কাটার যন্ত্রের (HEMM) ক্ষমতার ও মাপের ভিত্তিতে সারণী -১ এ এই বিভাগের মোটামুটি একটা চিত্র তুলে ধরা হল।

তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এবং আরও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বিশেষত কোম্পানি বা ঠিকাদাররা শ্রমিকদের পরিচিতি পত্র দিলে কাজ অনুসারে বিভাগগুলো স্পষ্ট হবে। খোলা মুখ পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার শ্রমিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্টতে দেওয়া হল।

সারণী - ১ (অসংগঠিত শ্রমিকদের বিভাগ)

বিভাগ	কোল ওয়েজ বোর্ড অনুসারে পদের নাম		কাজের বর্ণনা	মন্তব্য
১। উচ্চদক্ষতার শ্রমিক	এক্সক্যাভেশন ওয়ার্কার গ্রুপ - বি (Group - B)	শভেল চালক	১.৯ থেকে ৩.৫ কিউবিক মিটার ওভারবার্ডেন ও কয়লা কাচিয়ে তোলে।	অনেক ক্ষেত্রেই এখানে উল্লিখিত ক্ষমতার থেকে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিন আছে। তাছাড়া বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যেকোন মাপের সভেল ও ডোজার চালাতে হয়। সম সুচক তৈরির প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট বেতনক্রমহীন শ্রমিকদেরকে এই ভাবে ভাগ করা হল
		ডাম্পার চালক	১৫ থেকে ৪৫ টন কয়লা বহনকারী	
		ডোজার চালক	১৫০ থেকে ৩৭৫ এইচ পি ক্ষমতা সম্পন্ন	
		ড্রিল অপারেটর	২০০ মিমি থেকে ৩১১ মিমি গর্ত করতে পারে	
		মেকানিক, ইলেকট্রিসিয়ান	সাত বছরের বেশী অভিজ্ঞতা	
		গ্রেডার অপারেটর	পাঁচ বছর ও তার বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন	
২। দক্ষ শ্রমিক	এক্সক্যাভেশন ওয়ার্কার গ্রুপ - সি (Group - C)	শভেল চালক	২ কিউবিক মিটারের কম ও ৪ সেন্টিমিটারের বেশী	
		ডাম্পার চালক	১৫ টনের কম কয়লা বহনকারী	
		ড্রিল অপারেটর	১৬০ থেকে ২০০ মিমি গর্ত করতে পারে	
		গ্রেডার অপারেটর	তিন বা তার বেশী বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন	
		মেকানিক, ইলেকট্রিসিয়ান, ও অন্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ	চারবছর বা তার বেশী অভিজ্ঞতা	
৩। অল্প দক্ষ শ্রমিক — ১	এক্সক্যাভেশন ওয়ার্কার গ্রুপ - ই	ডাম্পার, শভেল, ডোজার মেশিনের সহকারী	যেকোন মাপের ও ক্ষমতার মেশিন	

পরের পাতায় . . . .

.... সারণী - ১

বিভাগ	কোল ওয়েজ বোর্ড অনুসারে পদের নাম		কাজের বর্ণনা	মন্তব্য
৪। অল্পদক্ষ শ্রমিক — ২	ডেইলি রেটেড ওয়ার্কার (Category - II)	বিস্ফোরক বহনকারী মজদুর	বিস্ফোরক বহন করে।	
		ড্রিল মজদুর	ড্রিল করতে সাহায্য করে।	
		পাম্প অপারেটর	খনির জল তোলে ৩৫ এইচ পি পর্যন্ত পাম্প ।	
৫। অদক্ষ শ্রমিক	ডেইলি রেটেড ওয়ার্কার (Category - I)	শেল পিকিং মজদুর	কয়লা থেকে পাথর বাছাই করে	
		কয়লা বাছাই মজদুর	কয়লার মাপ অনুসারে বাছাই করে	
		কয়লা ভাঙা মজদুর	কয়লা ভাঙে।	
৬। গার্ড	মান্থলি রেটেড ওয়ার্কার (Grade - G)	সিকিউরিটি গার্ড		

সারণী - ২ (উচ্চ দক্ষতার শ্রমিক)

ক্র. সঃ	শ্রমিক অবস্থার বিভিন্ন সূচক	ই সি এল- এর শ্রমিক		আউটসোর্সিং হওয়া ই সি এল- এর শ্রমিক	বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিঃ শ্রমিক	আই. সি. এম. এস - এর শ্রমিক	উপঠিকাদারের অধীনে কয়লা পরিবহনের শ্রমিক
১	নিয়োগ পত্র	আছে		নেই	নেই	আছে	নেই
২	পরিচয় পত্র	আছে		নেই	নেই	আছে *	নেই
৩	চাকরী স্থায়ী / অস্থায়ী	স্থায়ী		অস্থায়ী	অস্থায়ী	অস্থায়ী * *	অস্থায়ী
৪	কাজের সময় (ঘন্টা)	৮		১২	৮	৮	১২
৫	মজুরী (ক) বেসিক মজুরী (basic pay)#	৪৩২২৭৫	৪০৬৭৫	৩০০০ - ৩৫০০	২৫০০ - ৪৪০০	৩৮৫০	৩০০০
	(খ) হাজিরা ভাতা (attendance allowance)	৪৩২২৮	৪০৬৭৫	০	০	০	০
	(গ) ডি. এ. (deamess allowance)	৭৭.৫৯	৭৩০১	০	০	০	০
	(ঘ) পরিবর্তনশীল ডি.এ. (V.D.A.)	২৫৫৪.৭৫	২৪০৩৮৯	০	০	০	০
	মোট মজুরী	৭৩৮৭৩৭	৬৯৫১১৫	৩০০০ - ৩৫০০	২৫০০ - ৪৪০০	৩৮৫০	৩০০০
৬।	ছুটি	রবিবার		সপ্তাহে একদিন	সপ্তাহে একদিন	সপ্তাহে একদিন	নেই

* পরিচয় পত্র হল ঠিকাদারদের দেওয়া, এমপ্লয়মেন্ট কার্ড বা প্রচলিত নাম বি - ফর্ম (B-Form) Employment Card prescribed as per contract labour regulation and abolition act.

* * পরিচয় পত্র অনুসারে এবছরের কাজের চুক্তি। আর সরষাতলী কয়লাখনি প্রকল্পে জমি হারানদের চাকরী কয়লাখনি চালু থাকাকালীন স্থায়ী।

ই সি এল এর এক্সকোভেশান ওয়ারর্কারদের গ্রুপ A ও B এর বেতনক্রম অনুসারে ১৬৬.৪০ - ৬.৫১-২৮৩.৫৮, ১৫৬.৭৫-৫.৯৫-২৬৩.৮৫ ধরে হিসাব করা হয়েছে। একটা ইনক্রিমেন্ট ধরা হয়েছে।

সারণী - ৩ (দক্ষ শ্রমিক - অল্প ক্ষমতা সম্পন্ন মেশিন অপারেটর চালক)

ক্র. সঃ	শ্রমিক অবস্থার বিভিন্ন সূচক	ই সি এল- এর শ্রমিক	আউটসোর্সিং হওয়া ই সি এল- এর শ্রমিক	বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিঃ শ্রমিক	আই. সি. এম. এস - এর শ্রমিক	উপঠিকাদারের অধীনে কয়লা পরিবহনের শ্রমিক
১	নিয়োগ পত্র	আছে	নেই	নেই	আছে	নেই
২	পরিচয় পত্র	আছে	নেই	নেই	আছে *	নেই
৩	চাকরী স্থায়ী / অস্থায়ী	স্থায়ী	অস্থায়ী	অস্থায়ী	অস্থায়ী **	নেই
৪	কাজের সময় (ঘন্টা)	৮	১২	৮	৮	১২
৫	মজুরী (ক) বেসিক মজুরী (basic pay)#	৩৮৮০.৫০	২৫০০-৩০০০	২৫০০ - ৩৫০০	৩০০০ - ৩৫০০	৩০০০
	(খ) হাজিরা ভাতা (attendance allowance)	৩৮৮.০৫	০	০	০	০
	(গ) ডি. এ. (deamess allowance)	৬৯.৬৫	০	০	০	০
	(ঘ) পরিবর্তনশীল ডি.এ. (V.D.A.)	২২৯৩.৩৮	০	০	০	০
	মোট মজুরী	৬৬৩১.৪৮	২৫০০-৩০০০	২৫০০ - ৩৫০০	৩০০০ - ৩৫০০	৩০০০
৬	ছুটি (সপ্তাহে)	রবিবার	একদিন	একদিন	একদিন	নেই

* পরিচয় পত্র হল ঠিকাদারদের দেওয়া, এমপ্লয়মেন্ট কার্ড বা প্রচলিত নাম বি - ফর্ম (B-Form) Employment Card prescribed as per contract labour regulation and abolition act.

* * পরিচয় পত্র অনুসারে এবছরের কাজের চুক্তি। আর সরষাতলী কয়লাখনি প্রকল্পে জমি হারানদের চাকরী কয়লাখনি চালু থাকাকালীন স্থায়ী।

ই সি এল এর এক্সকোভেশান ওয়ারকারদের গ্রপ - C এর বেতনক্রম NCWA - VI অনুসারে ১৫০.০৯ - ৫.১৩-২৪২.৪৩ ধরে হিসাব করা হয়েছে। একটা ইনক্রিমেন্ট ধরা হয়েছে।

সারণী - ৪ (অল্প দক্ষতার শ্রমিক- ১)

ক্র. সঃ	শ্রমিক অবস্থার বিভিন্ন সূচক	ই সি এল- এর শ্রমিক	আউটসোর্সিং হওয়া ই সি এল- এর শ্রমিক	বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিঃ শ্রমিক	আই. সি. এম. এস - এর শ্রমিক	উপঠিকাদারের অধীনে কয়লা পরিবহনের শ্রমিক
১	নিয়োগ পত্র	আছে	নেই	নেই	আছে	নেই
২	পরিচয় পত্র	আছে	নেই	নেই	আছে *	নেই
৩	চাকরী স্থায়ী / অস্থায়ী	স্থায়ী	অস্থায়ী	অস্থায়ী	অস্থায়ী **	অস্থায়ী
৪	কাজের সময় (ঘন্টা)	৮	১২	৮	৮	১২
৫	মজুরী (ক) বেসিক মজুরী (basic pay)#	৩৪৬৫.২৫	১৭০০ - ২২০০	১৭০০ - ২২০০	২৮০০	১৫০০
	(খ) হাজিরা ভাতা (attendance allowance)	৩৪৬.৫৩	০	০	০	০
	(গ) ডি. এ. (dearness allowance)	৬২.২০	০	০	০	০
	(ঘ) পরিবর্তনশীল ডি.এ. (V.D.A.)	২২৮৪.৩৬	০	০	০	০
	মোট মজুরী	৬১৫৮.৩৪	১৭০০ - ২২০০	১৭০০ - ২২০০	২৮০০	১৫০০
৬	ছুটি (সপ্তাহে)	রবিবার	একদিন	একদিন	একদিন	নেই

* পরিচয় পত্র হল ঠিকাদারদের দেওয়া, এমপ্লয়মেন্ট কার্ড বা প্রচলিত নাম বি - ফর্ম (B-Form) Employment Card prescribed as per contract labour regulation and abolition act.

** পরিচয় পত্র অনুসারে এবছরের কাজের চুক্তি। আর সরষাতলী কয়লাখনি প্রকল্পে জমি হারানদের চাকরী কয়লাখনি চালু থাকাকালীন স্থায়ী।

ই সি এল এর এক্সকোভেশান ওয়ারর্কারদের গ্রপ - E এর বেতনক্রম NCWA-VI অনুসারে ১৩৫.৪০ - ২.৮১-১৮৫.৯৮ ধরে হিসাব করা হয়েছে। একটা ইনক্রিমেন্ট ধরে বেসিক করা হয়েছে।

সারণী - ৫ (অল্প দক্ষতার শ্রমিক - ২)

ক্র. সঃ	শ্রমিক অবস্থার বিভিন্ন সূচক	ই সি এল- এর শ্রমিক	আউটসোর্সিং হওয়া ই সি এল- এর শ্রমিক	বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিঃ শ্রমিক	আই. সি. এম. এস - এর শ্রমিক
১	নিয়োগ পত্র	আছে	নেই	নেই	নেই
২	পরিচয় পত্র	আছে	নেই	নেই	নেই
৩	চাকরী স্থায়ী / অস্থায়ী	স্থায়ী	অস্থায়ী	অস্থায়ী	অস্থায়ী
৪	কাজের সময় (ঘন্টা)	৮	১২	১২	১২
৫	মজুরী (ক) বেসিক মজুরী (basic pay)#	৩৩০০	১৫০০	১৯০০	২০০০ -২৩০০
	(খ) হাজিরা ভাতা (attendance allowance)	৩৩০.০০	০	০	০
	(গ) ডি. এ. (deamess allowance)	৫৯.২৪	০	০	০
	(ঘ) পরিবর্তনশীল ডি.এ. (V.D.A.)	১৯৫০.৩০	০	০	০
	মোট মজুরী	৫৬৩৯.৫৪	১৫০০	১৯০০	২০০০ - ২৩০০
৬	ছুটি	রবিবার	নেই	নেই	—

ই সি এল এর ডেইলি রটেড ওয়ার্কার ক্যাটাগরী - II এর বেতনক্রম NCWA - VI অনুসারে ১২৯.৭৯ - ২.২১ - ১৬৯.৫৭ ধরে হিসাব করা হয়েছে। একটা ইনক্রিমেন্ট ধরা হয়েছে।

সারণী - ৬ (অদক্ষ শ্রমিক)

ক্র. সঃ	শ্রমিক অবস্থার বিভিন্ন সূচক	ই সি এল- এর শ্রমিক	আউটসোর্সিং হওয়া ই সি এল- এর শ্রমিক	বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিঃ শ্রমিক	আই. সি. এম. এস - এর শ্রমিক	
১	নিয়োগ পত্র	আছে	—	নেই	নেই	মন্তব্য
২	পরিচয় পত্র	আছে	—	নেই		
৩	চাকরী স্থায়ী / অস্থায়ী	স্থায়ী	—	অস্থায়ী	অস্থায়ী	
৪	কাজের সময় (ঘন্টা)	৮	—	কোন ধরা বাধা সময় নেই	কোন ধরা বাধা সময় নেই	যত কাজ করতে পারবে তার ভিত্তিতে পয়সা পায়। (ফূরণে) রোজগার ও তাই নির্দিষ্ট নয়।
৫	মজুরী (ক) বেসিক মজুরী (basic pay)#	৩২২১		১২০০ - ১৫০০	২০০০ - ৬০০০	
	(খ) হাজিরা ভাতা (attendance allowance)	৩২২.১০		০		
	(গ) ডি. এ. (dearness allowance)	৫৬.৮২		০		
	(ঘ) পরিবর্তনশীল ডি.এ. (V.D.A.)	১৯০৩.৬১		০		
	মোট মজুরী	৫৫০৩.৫৩	—	১২০০ - ১৫০০	২০০০ - ৬০০০	
৬	সপ্তাহে ছুটি	রবিবার	—	নেই	নেই	

ই সি এল এর ডেইলি রটেড ওয়ার্কার ক্যাটাগরী - I এর বেতনক্রম NCWA - VI অনুসারে ১২৬.৯২ - ১.৯২ - ১৬১.৪৮ ধরে হিসাব কর। একটা ইনক্রিমেন্ট ধরা হয়েছে।

সারণী - ৭ (গার্ড)

ক্র. সঃ	শ্রমিক অবস্থার বিভিন্ন সূচক	ই সি এল- এর শ্রমিক	আউটসোর্সিং হওয়া ই সি এল- এর শ্রমিক	বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিঃ শ্রমিক	আই. সি. এম. এস - এর শ্রমিক
১	নিয়োগ পত্র	আছে *	নেই	নেই	নেই
২	পরিচয় পত্র	আছে	নেই	নেই	নেই
৩	চাকরী স্থায়ী / অস্থায়ী	স্থায়ী	অস্থায়ী	অস্থায়ী	অস্থায়ী
৪	কাজের সময় (ঘন্টা)	৮	১২		৮
৫	মজুরী (ক) বেসিক মজুরী (basic pay)#	৩৫২৪	১৬৫০		১৮০০
	(খ) হাজিরা ভাতা (attendance allowance)	৩৫২.৪০	০	০	০
	(গ) ডি. এ. (dearness allowance)	৬৩.২৫	০	০	০
	(ঘ) পরিবর্তনশীল ডি.এ. (V.D.A.)	২০৮৫.৫০	০	০	০
	মোট মজুরী	৬০২২.১৫	১৬৫০		১৮০০
৬	সপ্তাহে ছুটি		নেই	নেই	নেই

* কয়েকটি জায়গায় প্রাইভেট এজেন্সির সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ হয়েছে যাদের কোন নিয়োগপত্র নেই।

ই সি এল এর মান্থলি রটেড ওয়ার্কারদের গ্রেড - G এর বেতনক্রম NCWA - VI অনুসারে ৩৪৫৭ - ৬৭ - ৪৬৬৩ ধরে হিসাব করা হয়েছে। একটা ইনক্রিমেন্ট ধরা হয়েছে।

সারণী - ৮ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

(সব বিভাগের শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা গুলো মোটামুটি এক হওয়ায় প্রত্যেকেরটা একটা সারণীতে দেওয়া হল।)

ক্র. সঃ	শ্রমিকদের অবস্থার বিভিন্ন সূচক	ই. সি. এল	আউটসোর্সিং হওয়া কয়লাখনি	বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিঃ	আই সি এম এল	উপঠিকাদার
১.	অন্যান্য ভাতা	ক) ওয়াশিং এলাউনস্ - যাদের ইউনিফর্ম আছে কাচার জন্য প্রতি মাসে ৪০ টাকা। খ) ট্রান্সপোর্ট সাবসিডি - যাতায়াতের জন্য প্রতিদিন ৫ টাকা। গ) রাতের শিফটের জন্য প্রতিদিন ৭ টাকা। ঘ) ধূলো প্রতিরোধক - ডাষ্ট মাস্ক দেওয়া হয়। ঙ) সিটি অ্যালাওনস্ - শহরে বাস করার জন্য সিটি কমপেনসেটরী অ্যালাওনস্ পায়।	অন্য কোন রকম ভাতা পায় না	অন্য কোন রকম ভাতা পায় না	অন্য কোন রকম ভাতা পায় না	অন্য কোন রকম ভাতা পায় না।
২.	সবেতন ছুটি (Leave)	ক) বছরে সবেতন ছুটি পায় মাইনস্ অ্যাক্ট ১৯৫২ অনুসারে ১২ দিন। খ) অসুস্থতার জন্য সিক লিভ বছরে ১৫ দিন। গ) ক্যাজুয়াল লিভ নেওয়া যায় বছরে ১৪ দিন। ঘ) জাতীয় ছুটি ও উৎসবের ছুটি আছে।	নেই	ক) বছরে মোট ছুটি ৩০ দিন। খ) জাতীয় ও উৎসবের ছুটি আছে	ক) বছরে মোট ছুটি ৩০ দিন। সারা বছরের হাজিরার উপর আরও ৫ দিন যোগ হয়। (খ) জাতীয় ও উৎসবের ছুটি আছে।	ব্লাস্টিং ও কয়লা পরিবহনকারীদের ছুটি নেই।

ক্র. সঃ	শ্রমিকদের অবস্থার বিভিন্ন সূচক	ই. সি. এল	আউটসোর্সিং হওয়া কয়লাখনি	বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিঃ	আই সি এম এল	উপঠিকাদার
৩.	ট্রেনে যাতায়াতের ভাড়া	ক) বাড়ি যাতায়াতের জন্য ট্রেন ভাড়া পায়। খ) প্রত্যেক চার বছরে একবার পরিবারের চার সদস্যের জন্য ১৭০০ কিমি পর্যন্ত ট্রেনে ভ্রমণের ভাড়া পায়।	নেই	নেই	নেই	নেই
৪.	হাউস রেন্ট অ্যালাউনস্	ক) বাড়ি ভাড়ার জন্য প্রতিমাসে ৭৫ টাকা করে ভাড়া পায় যারা কোম্পানির কোর্য়াটারে থাকে না। গ) ৩০ ইউনিট প্রতি মাসে প্রতি কোর্য়াটার পিছু বিদুৎ ফ্রি। ঘ) বিনা পয়সায় জ্বালানী কয়লা পায় বা ১৪.৫ কেজি এল. পি. জি. এর টাকা পায়।	ক) নেই খ) ক্যাম্পে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। গ) নেই	ক) নেই খ) ক্যাম্পে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। গ) নেই	ক) নেই খ) কিছু কিছু ক্যাম্পে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। গ) নেই	নেই
৫.	সামাজিক সুরক্ষা	ক) লাইফ কভার স্কীম (চাকুরীরত অবস্থায়) মারা গেলে তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি গ্র্যাচুইটি ছাড়াও ৩০ হাজার টাকা পাবে।	ক) নেই	ক) নেই	ক) নেই	ক) নেই

	শ্রমিকদের অবস্থার বিভিন্ন সূচক	ই. সি. এল	আউটসোর্সিং হওয়া কয়লাখনি	বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিঃ	আই সি এম এল	উপঠিকাদার
		খ) কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা / আঘাত / মৃত্যু ঘটলে ক্ষতিপূরণ পাবে ওয়ার্কমেন্স কমপেনসেশন অ্যাক্ট, ১৯২৩ অনুসারে। (ওয়ার্কমেন্স কমপেনশেসন্ অ্যাক্ট ১৯২৫ অনুসারে "দুর্ঘটনা / আঘাত জনিত কারনে কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তি বেসিক মজুরী ও ডি. এ. পাবে যতদিন না সে কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে।")[১]	খ) ঠিকাদার তার খুশিমত শ্রমিক বা তার পরিবারের সাথে রফা করে। অনেক সময় দু-তিন মাসে সক্ষম না হলে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়।	খ) সঠিক ভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে নির্দিষ্ট কোন চুক্তি শ্রমিকদের সাথে হয়নি।	খ) ক্ষতিপূরণের বিষয়টা এখনও নির্দিষ্ট হয়নি। তবে চিকিৎসার খরচ ও সবেতন ছুটি পায়।	খ) সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
		গ) চাকরীরত অবস্থায় মারা গেলে বা কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে তার উপর নির্ভরশীল কেউ চাকরী পাবে ও মহিলা হলে ৪০০০ টাকা করে প্রতি মাসে পাবে।	গ) নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। এখনও এইরকম ঘটনার কথা জানা যায় নি।	গ) কোন নিয়ম / চুক্তি নেই।	গ) নির্দিষ্ট কোন চুক্তি নেই। তবে মারা গেলে পরিবারের সক্ষম ব্যক্তিকে চাকরী দেওয়া হয়।	গ) নেই
		ঘ) পেনশন - কোল মাইনস্ পেনশন স্কীম, ১৯৯৮ (সি.এম.পি.এফ ১৯৯৮) অনুসারে পেনশন ফান্ডের জন্য টাকা কাটা হবে ও পেনশন পাবে।	ঘ) নেই।	ঘ) কর্তৃপক্ষের সাথে কোন লিখিত চুক্তি হয়নি।	ঘ) কর্তৃপক্ষের সাথে কোন লিখিত চুক্তি হয়নি।	ঘ) নেই

	শ্রমিকদের অবস্থার বিভিন্ন সূচক	ই. সি. এল	আউটসোর্সিং হওয়া কয়লাখনি	বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিঃ	আই সি এম এল	উপঠিকাদার
৬.	বাসস্থান	অনুমোদিত মান অনুসারে প্রত্যেককে বাসস্থান দেবার চেষ্টা করা হয়।	বাসস্থানের নির্দিষ্ট কোন মান নেই। অস্থায়ীথাকার বন্দোবস্ত /ক্যাম্প।	বাসস্থানের নির্দিষ্ট কোন মান নেই। অস্থায়ীথাকার বন্দোবস্ত /ক্যাম্প।	বাসস্থানের নির্দিষ্ট কোন মান নেই। অস্থায়ীথাকার বন্দোবস্ত /ক্যাম্প।	নেই
৭.	জল সরবরাহ	প্রত্যেক দিন প্রত্যেক শ্রমিককে ১৫ গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়	ক্যাম্পের জলের ট্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজন অনুসারে জল সরবরাহ করা হয়।	ক্যাম্পের জলের ট্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজন অনুসারে জল সরবরাহ করা হয়।	নির্দিষ্ট কিছু নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাসস্থানে জলের উৎসের উপর নির্ভর করে।	নেই
৮.	চিকিৎসা	ক) প্রত্যেক কোলিয়ারীতে একজন ডাক্তার ও একটি এ্যাম্বুলেন্স আছে। খ) নিজস্ব হাসপাতালে প্রতি ১০০ জনে একটি বেড আছে। গ) একটা টিবি হাসপাতাল আছে। ঘ) মেডিক্যাল এটেন্ডেনস্ রুল অনুসারে বড় কোন অসুখ — যেমন হার্টের অপারেশন, বা যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ই সি এল-এর হাসপাতালে হয় না তাদের অন্য হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে একজন দেখভাল	ক) ডাক্তার ও অ্যাম্বুলেন্স নেই খ) ই.এস.আই হাসপাতালের জন্য ই.এস.আই কার্ড নেই গ) চোট আঘাত ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা হয় না।	ক) মাসে ১০ দিন করে একজন ডাক্তার কোলিয়ারিতে বসে। একটা অ্যাম্বুলেন্স আছে। খ) নিজস্ব কোন হাসপাতাল নেই এবং ই.এস.আই কার্ডও নেই।	ক) অনিয়মিতভাবে একজন ডাক্তার কোলিয়ারিতে বসে। একটা অ্যাম্বুলেন্স আছে। খ) ই.এস.আই কার্ড নেই। গ) চোট আঘাত ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা হয় না।	নেই

	শ্রমিকদের অবস্থার বিভিন্ন সূচক	ই. সি. এল	আউটসোর্সিং হওয়া কয়লাখনি	বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিঃ	আই সি এম এল	উপঠিকাদার
		করার লোকের খরচা সহ সমস্ত খরচ দেওয়া হয়। ঙ) প্রতি বছরে প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য ৯০০ টাকা চিকিৎসা বাজেট ধরা হয়। ঞ) পেশাগত রোগ - নিউমোকোনিওসিস এর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এবং তার জন্য বসে থাকা অবস্থায় পুরো মাইনে পাবে।	ঙ) বাজেটের বিষয়ে কোন তথ্য নেই। ঞ) পেশাগত রোগ নির্ণয়ের কোন ব্যবস্থা নেই।	গ) চোট আঘাত ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা হয়না। তবে বড় চোট বা দুর্ঘটনার বিষয়ে কিছু জানা যায় নি। ঙ) বাজেটের বিষয়ে কোন তথ্য নেই। ঞ) পেশাগত রোগ নির্ণয়ের কোন ব্যবস্থা নেই।	ঙ) বাজেটের বিষয়ে কোন তথ্য নেই। ঞ) পেশাগত রোগ নির্ণয়ের কোন ব্যবস্থা নেই।	
৯.	পদোন্নতি	ক্যাডার স্কীম অনুসারে পদোন্নতির নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।	জানা যায় নি।	কর্তৃপক্ষের মর্জিমাফিক	কর্তৃপক্ষের মর্জিমাফিক	—
১০.	বেতন বৃদ্ধি	এন. সি. ডাব্লিউয় এ - ৪ অনুসারে বেতন বৃদ্ধির নির্দিষ্ট কাঠামো আছে।	কর্তৃপক্ষের মর্জিমাফিক	কর্তৃপক্ষের মর্জিমাফিক	কর্তৃপক্ষের মর্জিমাফিক	—
১১	পি. এফ.	কোল মাইনস্ প্রভিডেন্ট ফান্ডে ট্রাষ্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে	নেই	১২ শতাংশ	১২ শতাংশ	নেই
১২	বোনাস	কর্তৃপক্ষের সাথে ট্রেড ইউনিয়ানের চুক্তি অনুসারে বোনাস পায়।	৮.৩৩ শতাংশ	৮.৩৩ শতাংশ	১৫ শতাংশ	নেই

সারণী ৯

সবশেষে জাতীয়করণের আগের ও বর্তমানের প্রকৃত মজুরীর তুলনা দেওয়া হল।

১৯৬০ সালের প্রকৃত মজুরী *		অসংগঠিত শ্রমিকদের ২০০৪ সালের প্রকৃত মজুরী		ই. সি. এল-এর শ্রমিকদের ২০০৪ সালের মজুরী **	
সর্বাধিক	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন
৩৮৫৯.৪৪	১৯২৪.৪৯	৪৪০০.০০	১৫০০.০০	৭৫৬৪.৬০	৬১৬৬.৪২

* শিল্প শ্রমিকদের সারা ভারতে দ্রব্যমূল্য সূচক ১৯৬০ = ১০০ ধরে ২০০৪ সালে।

** শুধুমাত্র এই নথীপত্রে আলোচিত শ্রমিকদের (VDA বেসিক মজুরীর ৫৯.১ শতাংশ ধরা হয়েছে, দ্রব্যমূল্য সূচক ধরে)

তথ্যসুত্র ঃ দেশপান্ডে রিপোর্ট ও নিজস্ব সমিক্ষা

উপরের সমীক্ষাগুলি থেকে কতকগুলি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা প্রয়োজন।

১। ই. সি. এল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে খনি শ্রমিকদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার আকাশপাতাল ফারাক।

২। ক্রমবর্ধমান বেকারির সুযোগে এই স্বল্প মুজুরিতে কাজ করার বিষয়টিকে দেশের পরিবর্তিত আর্থিক পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে সরকার, মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন সব পক্ষ থেকেই ন্যায্যতা প্রদানের চেষ্টা।

৩। আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা ও তার সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে শ্রমিকদের এই হতাশাজনক পরিস্থিতি কিছুটা আশাপ্রদ, কারন সেখানে শ্রমিকরা কিছুমাত্রায় সংগঠিত হয়েছেন।

ঐতিহাসিক তথ্যসুত্র

১। প্রভাস কুমার চক্রবর্তী - Coal Industry in West Bengal

২। পশ্চিমবঙ্গ — বর্ধমান সংখ্যা

৩। আসানসোলের ইতিবৃত্ত — সম্পাদনা

খোলামুখ খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ। তাই শুধু খোলামুখ খনি থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়ারই বর্ণনা দেওয়া হল।

খোলামুখ খনিতে উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

বর্তমানে খোলামুখ খনি থেকে উৎপাদন পদ্ধতির সম্পূর্ণ যান্ত্রিকীকরণ হয়ে গেছে। হেভি আর্থ মুভিং মেশিন (HEMM বলে পরিচিত) বা ভারী মাটি কাটার যন্ত্রের সাহায্যে কয়লা উত্তোলন হয়। এখানে ব্যবহার হয় ড্রিল মেশিন, শভেল (যন্ত্রচালিত বড় বেলচা জাতীয়), ডোজার, রোড হেডার, ডাম্পার ইত্যাদি। খোলামুখ খনি থেকে কয়লা স্তরের উপরের মাটি ও পাথরের স্তর প্রথমে সরিয়ে রাখা হয়। একে বলে ওভার বার্ডেন। এই ওভারবার্ডেন একদিকে জড় করে রাখা হয়। তারপর কয়লা ডাম্পারে ভর্তি হয়ে যায় রেলওয়ে সাইডিং-এ। অনেক ক্ষেত্রে কয়লা ডাম্পারে করে নীচ থেকে তুলে এনে খনির পাশে এক জায়গায় জমা করা হয়। তারপর সাইডিং এ যায়। সাইডিং-এ কয়লা থেকে পাথর বাছাই হয়।

এই মেশিনগুলো চালানর ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় দক্ষ শ্রমিক। আর তাদের সাহায্য করে আর একদল অল্প দক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিক। কয়লা বাছাই এর কাজে প্রয়োজন হয় একদল অদক্ষ শ্রমিক।

ঠিকাদার, উপঠিকাদারের অধীনে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক

কার অধীনে নিযুক্ত	কোন কোন কাজে	স্থানীয় না বহিরাগত
সরাসরি কোল কোম্পানির অধীনে	১) আধিকারিক, ২) হিসাব রক্ষক ৩) করনিক (কেরানী)	বহিরাগত
কয়লা উত্তোলনের ভার-প্রাপ্ত ঠিকাদারের অধীনে	১) সুপারভাইজারের কাজ, মাইনিং ওভারম্যান, মাইনিং সর্দার, ড্রিল সুপারভাইজার এবং পিট সুপারভাইজার ২) মেশিন চালক, শভেল অপারেটর, ডোজার অপারেটর, ডাম্পার অপারেটর, ড্রিল অপারেটর এবং গ্রেডার অপারেটর ৩) রক্ষাণাবেক্ষণের কাজ, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক্, ফিটার এবং ওয়েলডার ৪) মেশিনের সহকারী ৫) স্টোর কিপার	বহিরাগত (সরিযাতলির জমি হারান ৬৮ জন বাদে)
উপঠিকাদারের অধীনে	১) মেশিন চালক, ডাম্পার চালক, ডোজার চালক, শভেল চালক এবং সহকারী	বহিরাগত
	২) কয়লা খনি থেকে সাইডিং পর্যন্ত পরিবহনের কাজ ডাম্পার চালক, সহকারী	বহিরাগত
	৩) ব্লাস্টিং	স্থানীয়
	৪) কয়লা থেকে পাথর বাছাই, কয়লা ভাঙ্গা।	স্থানীয়

রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তারা, অন্যদিকে আবার স্পেশাল ইকনমিক জোন, গ্রোথসেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে যেখানে শ্রমিকদের অধিকার সমূহের মালিকের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানো হবে। এই পরিবর্তনশীল শ্রমচিত্রের এক জ্বলন্ত উদাহরণ হল একদা পশ্চিমবঙ্গের হৃৎপিন্ড বলে পরিচিত "আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল"। একদিকে যেমন কুলটি ইস্পাত কারখানা, পিলকিংটন কাঁচ কারখানা, সেনর‍্যালে সাইকেল কারখানা, M.A.M.C এর মত বড় কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে তেমনই বহু ছোট ছোট কারখানা যেমন স্পঞ্জ আয়রণ, স্ল্যাগ সিমেন্ট, মিনি স্টিল প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে, এই ছোট কারখানাগুলিতে রয়েছে অসংগঠিত শ্রমিকেরা যারা প্রকৃত অর্থে কোন প্রকার অধিকারহীন এলাকার প্রধান শিল্প কয়লাক্ষেত্রেও চমকপ্রদ বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটছে। একদিকে ২৬টি কয়লাখনি বন্ধের হুমকি, ই.সি.এল এর B.I.F.R এ যাওয়া অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ৩১টি নুতন কয়লা ব্লককে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে লিজ, সাবলিজ, যৌথ উদ্যোগ যে কোন পদ্ধতিতে কয়লা খনি খোলার জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ণ নিগম এবং একটি বেসরকারী সংস্থা এমটার যৌথ উদ্যোগে 'তারা' খোলামুখ খনি চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও এমটার যৌথ উদ্যোগে তারা কোলিয়ারী চলছে, আবার গোয়েঙ্কারা তৈরী করছে ভারতে প্রথম বেসরকারী কয়লা খনি সরষেতলি প্রজেক্ট। কয়লা শিল্পের কাজ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ঠিকাদার দিয়ে করা হচ্ছে। আউটসোর্সিং সংক্রান্ত বিতর্ক এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নুতন মাত্রা যোগ করছে। খনি ও খনি শ্রমিক স্বার্থ সম্পর্কিত সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন শক্তি বিন্যাস তৈরী হয়েছে। এই জটিল সময় ও পরিবর্তন সমূহ দাবি করছে নিয়ত অনুসন্ধান, গবেষণা, প্রচার ও প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ।

এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমরা গড়ে তুলেছি এক সংগঠন যার নাম "অধিকার"।

এই সংগঠন তার আশু কর্তব্য হিসাবে নিম্নলিখিত কাজগুলিকে নির্দিষ্ট করছে।

১. শিল্পাঞ্চলের শিল্প তথা শ্রমিকদের অবস্থা, অধিকার, দাবি-দাওয়া, তথা সমস্যাগুলি সম্পর্কে নিরন্তর অনুসন্ধান ও গবেষণা।

২. শ্রমজীবি মানুষদের খবরাখবর, আন্দোলন, অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় প্রচার ও প্রকাশনা।

৩. শ্রমজীবি মানুষের যে কোন ন্যায্য আন্দোলনকে সমর্থন ও সহযোগিতা জ্ঞাপন।

৪. এলাকার বিভিন্ন শ্রম, শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কিত সমস্যায় প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ।

শিল্পাঞ্চলের সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষদের কাছে আমাদের আবেদন আমাদের এই প্রয়াসটি এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সহযোগিতা করুন। সচেতন মানুষের সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

অধিকার সংগঠনের পক্ষে—

অনিরুদ্ধ রায় (আহ্বায়ক)

শিল্পাঞ্চলের শ্রমচিত্র (এক নজরে)

কারখানা	কর্মী ছিল	কর্মী আছে
চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা	১৮,৫০০	১৪,৫০০
হিন্দুস্থান কেবলস (রূপনারায়ণপুর)	৪,৯০০	১,৭০০
আর. আই. সি.	৭০০	বন্ধ
কেশোরাম	৬০০	বন্ধ
ইস্কো কুলটি	৩,০০০	বন্ধ (১৭৪)
সাইকেল করপোরেশন	৩,০০০	বন্ধ
বি ও জি এল	২,৫৭০	বন্ধ
পিলকিংটন কাঁচ কারখানা	১,৬০০	বন্ধ
বার্নস রাণীগঞ্জ	১,৪০০	বন্ধ
বেঙ্গল পেপার মিল	১,৫০০	বন্ধ
অশোকা গ্লাস	৩০০	বন্ধ
বালকো	৩,০০০	বন্ধ (১৭)
এ এস পি	২,৮০০	৮০০
হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার	১,৩০০	বন্ধ
ই. সি. এল.	১,৯১,০০০	১,১৪,০০০
এম এ এম সি	৪,৫০০	বন্ধ
রেল ইয়ার্ড	১,৫০০	৩০০

তথ্যসূত্র ঃ উদ্যোগ, সেপ্টেম্বর ২০০৩

অনিরুদ্ধ রায় কর্তৃক এ.এস ৮/৪৪/২, কল্যানপুর হাউসিং, আসানসোল হইতে প্রকাশিত।